পাঠাগার হোক গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়

বুলা বিশ্বাস

'পাঠাগার' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে, চোখের সামনে যে-ছবিটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, তা হলো এক বা ততোধিক ছোটো অথবা বড় কক্ষ, তাতে থরে থরে তাকে সাজানো পুস্তকের সম্ভার। বিষয় অনুযায়ী, সিরিজ অনুযায়ী, ভলিউম অনুযায়ী বই তাকে সাজানো থাকে। আর সেই পুস্তকসমূহ ঘিরে রয়েছেন নানান স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী গ্রন্থকীটেরা। তাঁদের সাহায্য করার জন্য থাকেন, গ্রন্থাগারিকগণ।

শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়লেই জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয় না। সেখানেও 'ডায়েটিং'-এর দরকার। সুষম খাদ্য না পেলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে না, উপযুক্ত এবং পরিমাণ সঠিক না থাকলে যেমন বল পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে রেফারেন্স বইয়ের সমাহার না ঘটলে সেই বিষয়টা সঠিক পুষ্টি পায় না। শুধু তাই নয়, পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত যত বই পড়তে পারা যাবে, তা পাঠ করলে, শুধু যে চিন্তাশক্তি উর্বর হয় তা নয়, বহু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত পাঠাগারযাত্রী হওয়া। পাঠাগারে যত বইয়ের সম্ভার থাকে, বাড়িতে তো তত বই সবার থাকে না। তাই পাঠাগারের সদস্য হওয়া খুব জরুরি। এতে পড়ার আগ্রহ যেমন বাড়ে, তেমন নিত্যনূতন পুস্তক পাঠে, সঠিক শব্দচয়ন, নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে আলাপ, বাক্যগঠন দিনে দিনে শক্তিশালী হতে থাকে। ধীরে ধীরে বইয়ের সঙ্গে একটা সখ্য, প্রেমের নিগূঢ় বন্ধন তৈরি হয়।

আমরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সম্মান অর্জন করি। এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেট পাই। ফাইল ভর্তি করে সেসব সম্মান, সংগ্রহের তালিকায় জমা করে রাখি। এরপর ডক্টরেট, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট, আরো আরো গবেষণার ক্ষেত্রে যেগুলোর দ্বারস্থ আমাদের হতেই হয়, তা হলো পাঠাগার।

নেপথ্যে থেকে পাঠাগারই কিন্তু অভিভাবকের মতো আমাদের শিক্ষার মানকে উন্নত থেকে তর, তম করে তোলে। পাঠাগার জনমত নির্বিশেষের জন্য। কিন্তু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা যে যার গুণগতমান অনুযায়ী করে থাকে। পাঠাগারে বই পড়ার জন্য বিরাট কিছু পড়াশোনা যে জানতে হবে তার কোনও মানে নেই। সামান্য লেখাপড়া করতে পারলেই সে পাঠাগারের সদস্য হতে পারে। এরপর যে যার জ্ঞান অনুযায়ী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

তবে খুব ছোটো থেকে গ্রন্থাগারের সদস্য করে দিলে সেই শিশুর বই পড়ার অভ্যাস গড়ে

ওঠে। ছোটোরা ছোটো ছোটো গল্পের বই, কমিকস, গোয়েন্দা, ভূতের বই পড়তে খুব ভালোবাসে। ধীরে ধীরে ওরা ওদের চাহিদা অনুযায়ী বই পড়ার সুযোগ করে নিতে পারে। এরপর তো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা আরও উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাগার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য। শুধু কি বই থাকে, অনেক বছর আগের পুরোনো গ্রন্থ, দলিল, দস্তাবেজ সব সুন্দরভাবে সংরক্ষিত থাকে। তবে সেগুলো অবশ্য জাতীয় গ্রন্থাগারেই রয়েছে। বিভিন্ন রকম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে আজও সেগুলো গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত আছে।

আর থাকে প্রতিদিনের খবরের কাগজ। সবরকম, সব ভাষার খবরের কাগজ গ্রন্থাগারে রাখা হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা সকালবেলায় পাঠাগার খোলার সঙ্গে সঙ্গে এসে জড়ো হন। বিরাট বড় বড় টেবিলের চারপাশে চেয়ার দিয়ে রিডিং সেকশন সাজানো থাকে। সেখানে ওনারা নিজেদের মনে সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ পান।

প্রায় সব পাঠাগারেই দুটো সেকশন থাকে। রিডিং এবং লেন্ডিং। এই দুই রকম কার্ড রয়েছে। রিডিংয়ের জন্য টাকা জমা রাখতে হয় না। লেন্ডিংয়ের জন্য পাঠাগারে একটা নির্দিষ্ট টাকা জমা রাখতে হয়। কার্ড উইথড্র করে নিলে, সেই জমা টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়।

বেশিরভাগ পাঠাগারে একটা নির্দিষ্ট মূল্যের মাসিক মেম্বারশিপ নেওয়া হয়। তবে গ্রামগঞ্জে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠাগারে বসে বই পড়তে গেলে কোনও সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয় না। বহু শুভাকাঙ্ক্ষী এই পাঠাগার পরিচালনার ব্যয়ভার নিজেরাই গ্রহণ করেন। পাঠাগার খোলা এবং বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে।

মোটামুটি এইসব নিয়মাবলী মানলে, পাঠাগারের সদস্য হওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। আর যত বেশি পাঠ, তত বেশি জ্ঞান অর্জন–একথা আমরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করি। সেই অর্থে ‘পাঠাগার গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়’ এই মূল্যবান কথাটি মানতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।